ক্রোক হান্টার নাকি বন্য প্রাণীর রাজা

ড. নার্গিস আক্তার বানু

গত সোমবার অর্থাৎ ৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ অফিসে বসে যখন প্রথম বিকেলের চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলাম, ঠিক তখনই আমার এক সহকর্মী মুখ গম্ভীর করে টেবিলের সামনে এসে ভারী গলায় স্টিভ আ[র]উইন-এর মৃত্যুর সংবাদটি বললো। সহকর্মীটি প্রায়শই এধরনের জোক করে থাকে বিধায় প্রথমে সেটিকে কানে দেইনি, আর সেটি সে বুঝে আবারও বললো - যদি বিশ্বাস না হয় ইন্টারনেটে গিয়ে দেখ। যেই কথা, সেই কাজ আর সেই সংবাদ। একটার পর একটা পত্রিকা খুলে দেখি একই সংবাদ আর একই মুখের ছবি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। টেলিভিশনের পর্দায় ছাড়া যার মুখ কোনদিন সামনা-সামনি দেখার সুযোগ ঘটেনি, সেই অজানা মানুষটি যে কতটা আপন ছিল সেটি যেন সেদিন নূতন করে জানলাম। আর বুকের ভেতর এক অদ্ভুৎ চাপা কষ্ট অনুভব করলাম। কুমিরের ঐ অমশৃন গাঁয়ের উপর অকপটে ঝাঁপিয়ে পড়া, সাপের লেজ ধরে ঝুলিয়ে রাখা আর বনের আঁকাবাঁকা তেরা পথে চলাই যার নিত্যদিনের কাজ, সেই বিশেষ চরিত্রের প্রকৃতিপ্রেমী লোকটিকে জানার আগ্রহ তার মৃত্যর পর যেন বেড়ে গেল বহুগুনে। জানতে ইচ্ছে হল তার জন্ম কিংবা কিভাবে কেটেছে তার শৈশবকাল। অষ্ট্রেলিয়ার ত্রিসীমানা পার হয়ে বিশ্ব জয়ী এই নন্দিত পুরুষের দর্শকের দৃষ্টি কাড়ার যে অলৌকিক ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা তাকে দিয়েছিলেন, তার বিন্দুমাত্রও তিনি অপচয় করেননি।

জানতে পেলাম, ১৯৬২ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারীতে ভিক্টোরিয়া রাজ্যে বাবা বব্ আ[র]উইন এবং মা লীনের একমাত্র সন্তান ছিলেন স্টীভ আ[র]উইন। ছেলের মত বাবারও ছিল প্রানীদের প্রতি অগাধ ভালবাসা। যার ফলে বব্ প্রথম 'অষ্ট্রেলিয়া চিড়িয়াখানা' প্রতিষ্ঠিত করেন। সবচেয়ে মজার ব্যপার হল, স্টীভের বয়স যখন ছয় বছর, তখনই তার বাবা তাকে জন্মদিনে একটি ৩.৬ মিটার লম্বা সাপ (স্ক্রাব পাইথন) উপহার দেন। তাতেই বুঝা যায়, প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী এই মানুষটির হাতেখরি মূলত নিজের পরিবারের কাছ থেকেই হয়েছে। ১৯৭০ সালে ববের পরিবার কৃইনস্‌লেন্ডে চলে যান এবং সেখানের সান্‌শাইন কোস্টে আরও একটি র‍্যাপটাইল পার্ক গড়ে তুলেন। সেভাবেই বন্য পশুপাখীদের সাথে স্টীভের সখ্যতা গড়ে উঠার পাশাপাশি তার গভীরতা লাভ করে যখন তার বাবা-মা চিড়িয়াখানার ব্যবস্থাপনার কাজ থেকে অব্যাহতি নেন ১৯৯১ সনের পর থেকে। ছোটখাট কাজের মাধ্যমে টিভির পর্দায় স্টীভকে আগে থেকে দেখা গেলেও ১৯৯২ সনে টিভি ডকুমেন্টারী 'দি ক্রোকোডাইল হান্টার' এর মাধ্যমে মূলত স্টীভ রাতারাতি জনগনের কাছে পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সেই একই বছরে চিড়িয়াখানা পরিভ্রমনে আগত এমেরিকা তনয়ী মিস টেরী রাইনস্ এর সাথে পরিচয়ের মাত্র কয়েক মাস পরই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আর সাথে জুটে গেল আর এক বন্য প্রাণী প্রেমীর। দুজনে মিলে হয়ে পড়ে মহা ব্যস্ত কিন্তু ভুলেনি সংসার জীবনের কথা। তাইতো ১৯৯৮ সনের ২৪শে জুন তাদের কোল জুড়ে আসে স্টীভের অতি প্রিয় কন্যা 'বিন্দি' এবং ২০০৩ সনের ২রা ডিসেম্বরে জন্ম নেয় পুত্র রবার্ট (বব)-এর। আনন্দে আত্বহারা স্টীভ মাত্র এক মাস বয়সের শিশু পুত্রকে সংগে করে নিয়ে যায় দর্শকের সামনে কুমিরকে খাবার দেয়ার জন্য যেটি নিয়ে স্টীভ বিশ্বব্যপী বেশ সমালোচিতও হয়েছিলেন।

এ লেখাটি প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী ক্রোক হান্টার প্রয়াত স্টীভ আ[র]উইন-এর নামে উৎসর্গিত।
সিড্‌নী, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬

প্রকৃতি ও পরিবেশকে ভালবাসার প্রতিদান হিসেবে স্টীভ কত টাকার মালিক, সেই আর এক ইতিহাস। চার বছর আগে শুধু টেলিভিশনে উপস্থিতির মাধ্যমে আয় করেছেন ২০ মিলিয়ন ডলার। তবে বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করেছেন চলচ্ছিত্র নির্মাণ, অষ্ট্রেলিয়া চিড়িয়াখানা এবং সম্পত্তি ক্রয় করে। জানা গেছে, ফিজি, ভানুয়াটু এবং এমেরিকায় রয়েছে অসংখ্য বন সংরক্ষন প্রজেক্ট। তাছাড়া শুধু অষ্ট্রেলিয়াতে আছে ২৪,৩০০ হেক্টর সংরক্ষন সম্পত্তি (কনযারভেশন প্রপার্টি)। তার অষ্ট্রেলিয়া চিড়িয়াখানা দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতি বছরে এক মিলিয়ন ভিসিটর আসেন এবং ২০০ এর ও বেশি লোক সেখানে কাজ করেন। স্টীভের এই পরিচিতি তাকে দিয়েছে পৃথিবীর নামি-ধামী ব্যক্তিদের যেমন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে সেলিব্রটিদের সাথে পরিচয়ের এবং সাক্ষাতের সুযোগ। অথচ যখনই আমরা টেলিভিশনের পর্দায় সে দৃশ্যটি দেখেছি, মনে হয়েছে স্টীভ যেন ভাবছে - এরা সবাই উপায়হীন আহাম্মকের দল, চার দেয়ালের বেড়া জালে আবদ্ধ থাকে। জানেনা কি আছে ঐ বনের কিংবা সাগরের গহীন ঠিকানায়।

সবকিছু মিলে মনে হচ্ছে এইতো সেদিনের সব ঘটনা। পশু, পাখী ও প্রাণীদের জানার অসীম আগ্রহ তাকে নিয়ে গিয়েছে বন থেকে বনান্তরে, সমুদ্র থেকে মহাসমুদ্রে, অরণ্যের গভীর মেরুপথে। তেমনি তার পরিবার প্রীতি তাকে ধাবিত করেছে আরও কিছু উপহার দেয়ার প্রবল খেয়ালে। সেই মহা ব্রত থেকে ছুটে গিয়েছিলেন মেয়ে বিন্দির টেলিভিশনের একটি ড্যকুমেন্টারী তৈরী করতে কৃইনসলেন্ডের সূদুর মহা সাগরের কোস্টে। কাজের সাথে মিশে একাকার হয়ে ভুলে গিয়েছিলেন প্রকৃতির ভয়াল গ্রাসের কথা। আর স্টীংরে নামক এক জলজ প্রাণী আত্বরক্ষার্থে মিত্রের উপর ভুলবশত বিষধর বার্ব ছুড়ে মারেন স্টীভের বুকে। যতদূর জানা গেছে, মৃত্যুর পথযাত্রী স্টীভ বার্বটিকে বুকের মধ্য থেক রেব করতে ভুলে জাননি। কিন্তু বিধি বাম, এতক্ষনে জমদূত প্রাননাশের কাজ সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন। আর স্টীভের এই অকাল মৃত্যটি অবিনাশী মরণকে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের পরিসীমা ও অক্ষমতাকে।

প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী এই মানুষটির এত অল্প বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে কেউ ভাবতেও পারিনি। কে কিভাবে তাকে মনে রাখবে জানিনা, তবে আমি তাকে চিরদিন মনে রাখব তার নিরহংকার, অকৃত্রিম, সাদামাটা সদা হাসিমাখা মুখ ও সহজ-সরল জীবনের জন্য। স্টীভ আমাদের শিখিয়ে গেছেন, অর্থের পেছনে না ছুটে নিজের ভাললাগার কাজ করার মাঝেই প্রতিটি মানুষের জীবনের সার্থকতা এবং অর্থ ও যশের ভান্ডার নিহিত রয়েছে। এত অল্পসময়ে স্টীভ তার জীবনের বিনিময়ে সৃষ্টিকর্তার অনেক সৃষ্টিকে আমাদেরকে জানার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমাদের শ্রদ্ধান্জলী ও গভীর ভালবাসা রইল।

এ লেখাটি প্রকৃতি ও পরিবেশপ্রেমী ক্রোক হান্টার প্রয়াত স্টীভ আরাউইন-এর নামে উৎসর্গিত।
সিড্নী, ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৬